সংবাদ

তারিখ ... 21 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৩...

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা

জবির ১৩০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন

প্রতিনিধি, জবি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। কেরানীগঞ্জে জবির দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে ছেলেদের জন্য একটি ২০ তলা হল এবং একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য ১৩০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। মঙ্গলবার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত বৈঠকে এ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

গতকাল জবির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বমানের শিক্ষা, বিশ্বমানের জ্ঞান, বিশ্বমানের প্রযুক্তি এবং বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করতে একজন শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ক্লাসে বসে লেকচার শুনে পরীক্ষায় পাস করলে জ্ঞান অর্জিত হবে না। জ্ঞান আবিষ্কার করতে হবে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, অষ্টম বেতন কাঠামো তিনি মানেন না। শিক্ষকদের মর্যাদা সমতাকরণ না করা হলে তিনি রাস্তায় আগুন জ্বালাবেন। এতে পাঁচ লাখ শিক্ষকের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হবে না। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য বেতন সমতাকরণ কমিটি করা হয়েছে। যতদিন শিক্ষকদের দাবি পূরণ না হবে ততদিন তিনি সংগ্রাম করে যাবেন। শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তিনি কমিটিতে শিক্ষকদের দাবি তুলে ধরবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই স্থান যেখানে জ্ঞান সৃষ্টি করতে হয়, জ্ঞান ধারণ করতে হয় এবং জ্ঞান বিতরণ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলেও মঞ্জুরি কমিশনের কিছু করার নেই। মঞ্জুরি কমিশনেরই বেহালদশা। জনবলের অভাব আর অফিসরুম সংকটে জরাজীর্ণ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

সভাপতির বক্তব্যে জবি ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ভর করে গবেষণার মান এবং শিক্ষার্থীরা পাস করে কোথায় যায় তার ওপর। জবি থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০০ গবেষক পিএইচডি এবং এমফিল ডিগ্রির জন্য ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শতাধিক তরুণ শিক্ষক দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছেন।

জবি রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী ড. ওহিদুজ্জামানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জবির প্রথম ভিসি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান এবং তৃতীয় ভিসি অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ট্রেজারার অধ্যাপক মো. সেলিম ভূঁইয়া, জবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহা. আলী নূর, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন প্রমুখ।

এর আগে সকাল সাড়ে ৯টায় বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন জবি ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। পরে জবি ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের নেতৃত্বে ব্যান্ড দলে সুসজ্জিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র‌্যালিটি শহীদ মিনার চত্বর হতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রায়সাহেব বাজার মোড় ঘুরে, ভিক্টোরিয়া পার্ক পরিক্রমণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে সমাপ্ত হয়। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা রঙ-বেরঙের টি-শার্ট ও শাড়ি পরে নেচে গেয়ে র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতিটি বিভাগের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা নিজস্ব বিভাগীয় ব্যানারে রঙ-বেরঙের ব্যানার-ফেস্টুন বহন করে র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করে।